মুজিবনগর পরিদর্শনে এসেছেন দু- জন বিচারপ্রতি

মুজিবনগর পরিদর্শনে এসেছেন ঢাকা সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগের দু-জন বিচারপ্রতি।

শনিবার দুপুরে তিনারা মুজিবনগর কমপ্লেক্সে পৌঁছালে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়।

পরে ঢাকা সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপ্রতি খাইরুল আলম ও ঢাকা সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগের বিচারপ্রতি মির্জা হোসেইন হায়দার পৃথকভাবে মুজিবনগর সৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন।

এ সময় স্থানীয় সরকারের উপরিচালক মৃধা মুজাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুল আশেম উপস্থিত ছিলেন।

পু্ষ্পমাল্য অর্পন শেষে বিচারপ্রতি মুজিবনগর ঘুরে দেখেন।

টিকা নিলেন উশু এসোসিয়েশন কুষ্টিয়ার সভাপতি/সম্পাদক

কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণ করেছেন উশু এসোসিয়েশন কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি এসএম জামাল ও সাধারন্ সম্পাদক মো: বিপুল হোসেন।

শনিবার সকালে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে তারা এই ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন।

টিকা নেওয়ার পর উশু এসোসিয়েশন কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি এসএম জামাল বললেন, “এখন টিকা নেওয়াটা সবার জন্য জরুরি হয়ে গেছে। বিশেষ

করে নিজের শরীরের জন্য।একই সাথে আরও মানুষকে টিকা নিতে উদ্বুদ্ধ করারও আহবান জানান তিনি।

বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের টিকাদান কেন্দ্রে পৌঁছান। এসময় সংগঠনের সাধারন সম্পাদক মো: বিপুল হোসেনও সাথে ছিলেন।

টিকা নেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন এ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। তারা বলেন, টিকাদান ব্যবস্থাপনা ‘খুবই সুন্দর’ ছিল।বিশেষ করে লাইনেই দাঁড়ানোর কিছুক্ষণ পরেই স্লিপে প্রয়োজনীয় তথ্য পুরণ করে টিকাদান কেন্দ্রে গিয়ে সহজেই টিকা নিতে পেরেছি। এর সাথে যারাই এর সঙ্গে জড়িত আছেন (টিকাদান কার্যক্রম) তাদেরকে উশু এসোসিয়েশন এর তরফ থেকে স্যালুট।”

সাধারণ সম্পাদক মো: বিপুল হোসেন বলেন, “এখানে আমার অভিজ্ঞতাটা খুব ভালো ছিল। শুধু আমার না, যারা নিজে থেকে রেজিস্ট্রেশন করে টিকা নিয়েছেন, তাদেরও টিকা দেওয়ার প্রসেসটা খুবই ভালো ছিল।”

দেশে করোনাভাইরাসের টিকা দেওয়ার এই ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানিয়ে বিপুল হোসেন বলেন, “আমরা আসলে লাকি যে টিকাটা আমরা পাচ্ছি। উন্নত অনেক দেশেও এই পরিমাণ টিকা এখনও দেওয়া হচ্ছে না।”

প্রসঙ্গত, গত ৭ ফ্রেব্রুয়ারী থেকে এ পর্যন্ত ৩০ হাজার ৫৬১ জন কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণের জন্য নিবন্ধন করেছেন এরমধ্যে ২১ হাজার ৮৫৮ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন।

গাংনীতে হিজবুত তাওহীদের এক কর্মী গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ জিয়াউর রহমান ওরফে জিয়া(৩২) নামের এক হিজবুত তাওহীদের কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে।

শনিবার ভোর রাতে তাকে তার নিজ বাড়ি বামন্দী থেকে গ্রেপ্তার করা

হয়। সে ওই গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে। একটি সংঘর্ষ ও হামলার ঘটনায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বজলুর রহমান জানান, শুক্রবার বিকালে হিজবুত তাওহীদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার দাবীতে মতবিনিময় সভা শেষে সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে মোটরসাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলেন কাজিপুর গ্রামের হুমায়ুন কবির (৩২) ও নওদাপাড়া গ্রামের রতন আলী (২১)।

তারা নিশিপুর হিজবুত তাওহীদের জামে মসজিদের সামনে পৌঁছুলে হিজবুত তাওহীদের ২০/ ২৫ জন কর্মী অতর্কিত হামলা চালায় ও মারপিট করে।

এ ঘটনায় হুমায়ুন কবীর বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলার এজাহারভুক্ত আসামী হওয়ায় জিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হবে।

মতলবে পর্যটনকেন্দ্রে গুলি: মায়ার ছেলের বিরুদ্ধে মামলা

মোহনপুর পর্যটনকেন্দ্র দখল নিতে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের নিয়ে হামলা ও গুলি ছোড়ার অভিযোগে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার বড় ছেলে সাজেদুল হোসেনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এ মামলায় সাজেদুল হোসেন ওরফে দীপু চৌধুরী ছাড়াও আরও ১৮ জনকে আসামি করা হয়েছে।

গত বুধবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) মতলব উত্তরের মোহনপুর পর্যটনকেন্দ্রের ম্যানেজার মোহাম্মদ জাকির হোসেন বাদী হয়ে চাঁদপুরের অতিরিক্তি চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ হাসানের আদালতে মামলাটি করেন। অভিযোগ আমলে নিয়ে ঘটনা তদন্ত ও আলামত উদ্ধার করে প্রতিবেদন জমা দিতে মতলব উত্তর থানার ওসিকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন- জহিরাবাদ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি গাজী মুক্তার হোসেন, কলাকান্দা ইউপি চেয়ারম্যান সোবহান সরকার সুভা, অপু চৌধুরী, ফতেপুর পূর্ব ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আজমল হোসেন চৌধুরী, আহার খালাশী, শাহীন চৌধুরী, সম্রাট গাজী, আজাদ খালাশী, কুদ্দুস, ছাত্রলীগ নেতা তামজিদ সরকার রিয়াদ, খোরশেদ চৌধুরী, লিখন সরকার, হোসেন মেম্বার, মেহেদী হাসান কাজল, মামুন শিকদার, সুমন বেপারী, ইউসুফ জেলা পরিষদের সদস্য মিনহাজ উদ্দিন খান ও আক্তার সরকার।

মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, পর্যটনকেন্দ্রটি দখলে নিতে কিছুদিন ধরে বাদীপক্ষকে ভয়-ভীতি ও হুমকি দিয়ে আসছেন দীপু চৌধুরী। এরই ধারাবাহিকতায় ১২ ফেব্রুয়ারি আসামিরা অর্ধশত সন্ত্রাসীসহ বেআইনি শর্টগান, বন্দুক, পিস্তল, রিভলবার ইত্যাদিসহ অতর্কিত পর্যটনকেন্দ্রের সামনে হাজির হন। এ সময় পর্যটনকেন্দ্রের মালিকসহ কয়েকজনকে হত্যার উদ্দেশে খুঁজতে থাকেন তারা। একপর্যায়ে আসামিরা গুলি ছোড়েন। শব্দ শুনে এলাকার লোকজন এগিয়ে এলে আসামিরা গুলি ছুড়তে ছুড়তে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

মতলব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহজাহান কামাল সাংবাদিকদের জানান, মোহনপুর পর্যটনকেন্দ্র থেকে ছয়টি গুলির খোসা জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় কারা জড়িত, তা তদন্ত করা হচ্ছে। গুলির খোসা জব্দের ঘটনায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছে পুলিশ।

একুশে পদক পেলেন ২১ গুণী নাগরিক

দেশের ২১ জন বিশিষ্ট নাগরিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ২০২১ সালে একুশে পদক পেয়েছেন। আজ শনিবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে তাদের হাতে এই পদক তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন। এতে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পদক তুলে দেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়কমন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

চলতি বছর ভাষা আন্দোলনে তিনজন, মুক্তিযুদ্ধ ক্যাটাগরিতে তিনজন, শিল্পকলায় সাতজন, ভাষা ও সাহিত্যে তিনজন এবং সাংবাদিকতা, শিক্ষা, গবেষণা, অর্থনীতি ও সমাজসেবায় একজনকে একুশে পদক দেওয়া হয়েছে।

২১ বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেন- ভাষা আন্দোলনের জন্য মোতাহার হোসেন তালুকদার (মোতাহার মাস্টার-মরণোত্তর), শামছুল হক (মরণোত্তর) ও আফসার উদ্দীন আহমদ (মরণোত্তর)।
শিল্পকলায় পাপিয়া সারোয়ার (সংগীত), রাইসুল ইসলাম আসাদ (অভিনয়), সালমা বেগম সুজাতা (অভিনয়), আহমেদ ইকবাল হায়দার (নাটক), সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী (চলচ্চিত্র), ড. ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (আবৃত্তি), পাভেল রহমান (আলোকচিত্র)।

মুক্তিযুদ্ধে গোলাম হাসনায়েন, ফজলুর রহমান খান ফারুক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুমা সৈয়দা ইসাবেলা (মরণোত্তর)। এ ছাড়া, সাংবাদিকতায় একুশে পদক পাচ্ছেন অজয় দাশগুপ্ত, গবেষণায় ড. সমীর কুমার সাহা, শিক্ষায় মাহফুজা খানম, অর্থনীতিতে ড. মির্জা আব্দুল জলিল, সমাজসেবায় প্রফেসর কাজী কামরুজ্জামান, ভাষা ও সাহিত্যে কবি কাজী রোজী, বুলুবুল চৌধুরী ও গোলাম মুরশিদ।

প্রখ্যাত অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামান আর নেই

প্রখ্যাত ও শক্তিমান অভিনেতা এ টি এম শামসুজ্জামান আর নেই। আজ শনিবার সকাল ৮টায় রাজধানীর সূত্রাপুরের নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেন তিনি (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

বাংলাদেশ প্রতিদিনকে খবরটি নিশ্চিত করেছেন তার ছোট মেয়ে কোয়েল আহমেদ। ‘আমার বাবা এবার সত্যি সত্যি না ফেরার দেশে চলে গেছেন’, এ কথা বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন কোয়েল।

এর আগে বেশ কয়েকবার এটিএম শামসুজ্জামানের মৃত্যুর ভুয়া খবর ছড়িয়ে পড়েছিল।

মৃত্যকালে এ টি এম শামসুজ্জামানের বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর পাঁচ মাস ১০ দিন। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে পুরান ঢাকার আজগর আলী হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। তার অক্সিজেন লেভেল কমে গিয়েছিল। হাসপাতালে ডা. আতাউর রহমান খানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন তিনি।

তার পূণাঙ্গ নাম আবু তাহের মোহাম্মদ শামসুজ্জামান। তিনি এটিএম শামসুজ্জামান হিসেবেই অধিক পরিচিত। তিনি ১৯৪১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর নোয়াখালীর দৌলতপুরে নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার ভোলাকোটের বড় বাড়ি আর ঢাকায় থাকতেন দেবেন্দ্রনাথ দাস লেনে। পড়াশোনা করেছেন ঢাকার পগোজ স্কুল, কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহীর লোকনাথ হাই স্কুলে। পগোজ স্কুলে তার বন্ধু ছিল আরেক অভিনেতা প্রবীর মিত্র। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন ময়মনসিংহ সিটি কলেজিয়েট হাই স্কুল থেকে। তারপর জগন্নাথ কলেজে (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তি হন।

তার বাবা নূরুজ্জামান ছিলেন নামকরা উকিল এবং শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের সঙ্গে রাজনীতি করতেন। মাতা নুরুন্নেসা বেগম। পাঁচ ভাই ও তিন বোনের মধ্যে শামসুজ্জামান ছিলেন সবার বড়।

এটিএম শামসুজ্জামানের চলচ্চিত্র জীবনের শুরু ১৯৬১ সালে পরিচালক উদয়ন চৌধুরীর বিষকন্যা চলচ্চিত্রে সহকারী পরিচালক হিসেবে। প্রথম কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন জলছবি চলচ্চিত্রের জন্য। ছবির পরিচালক ছিলেন নারায়ণ ঘোষ মিতা, এ ছবির মাধ্যমেই অভিনেতা ফারুকের চলচ্চিত্রে অভিষেক। এ পর্যন্ত শতাধিক চিত্রনাট্য ও কাহিনি লিখেছেন।

প্রথম দিকে কৌতুক অভিনেতা হিসেবে চলচ্চিত্র জীবন শুরু করেন তিনি। অভিনেতা হিসেবে চলচ্চিত্র পর্দায় আগমন ১৯৬৫ সালের দিকে। ১৯৭৬ সালে চলচ্চিত্রকার আমজাদ হোসেনের নয়নমণি চলচ্চিত্রে খলনায়কের চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে আলোচনা আসেন তিনি। ১৯৮৭ সালে কাজী হায়াত পরিচালিত দায়ী কে? চলচ্চিত্রে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান। তিনি রেদওয়ান রনি পরিচালিত চোরাবালিতে অভিনয় করেন ও শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব-চরিত্রে অভিনেতা বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান।

১৯৮৭ সালে কাজী হায়াত পরিচালিত ‘দায়ী কে?’ চলচ্চিত্রে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান।

জলছবি, যাদুর বাঁশি, রামের সুমতি, ম্যাডাম ফুলি, চুড়িওয়ালা, মন বসে না পড়ার টেবিলে চলচ্চিত্রে তাকে কৌতুক চরিত্রে দেখা যায়। তার অভিনয় জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় আমজাদ হোসেনের নয়নমণি চলচ্চিত্রটি। এ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তিনি আলোচনায় আসেন। এর আগে নারায়ণ ঘোষ মিতার লাঠিয়াল চলচ্চিত্রে খল চরিত্রে অভিনয় করেন। এ ছাড়া খল চরিত্রে তার কিছু উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হলো – অশিক্ষিত, গোলাপী এখন ট্রেনে, পদ্মা মেঘনা যমুনা, স্বপ্নের নায়ক।

এ ছাড়া বেশ কিছু চলচ্চিত্রে তিনি পার্শ্ব-চরিত্রে অভিনয় করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে – অনন্ত প্রেম, দোলনা, অচেনা, মোল্লা বাড়ির বউ, হাজার বছর ধরে, চোরাবালি।

১৯৬১ সালে পরিচালক উদয়ন চৌধুরীর বিষকন্যা চলচ্চিত্রে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। এ ছাড়া খান আতাউর রহমান, কাজী জহির, সুভাষ দত্তদের সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। এরপর ২০০৯ সালে প্রথম পরিচালনা করেন শাবনূর-রিয়াজ জুটির এবাদত নামের ছবিটি।

হরিণাকুণ্ডে নার্সকে ইভটিজিংয়ের দায়ে দুই যুবকের কারাদণ্ড

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বেসরকারি হাসপাতালের নার্সকে ইভটিজিংয়ের দায়ে দুই যুবককে এক মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল শুক্রবার দুপুরে উপজেলার চরপাড়া বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এই কারাদণ্ডের আদেশ দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। কারাদণ্ড প্রাপ্তরা হলো-উপজেলার টাকিয়ারপোতা গ্রামের জহির মন্ডলের ছেলে হজরত (২০) ও দুর্লভপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে হালিম হোসেন (২৩)।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ইউএনও সৈয়দা নাফিস সুলতানা জানান, দুপুরে উপজেলার চরপাড়া বাজার এলাকায় এক জন নার্সকে উত্ত্যক্ত করার সময় ওই দুই যুবককে এলাকাবাসী ধরে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে তাদেরকে অবহিত করেন। পরে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে প্রত্যেককে এক মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।

এ সময় এসিল্যান্ড রাজিয়া আক্তার চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় চাঞ্চল্যকর ধর্ষণের আসামি স্বাধীন আটক

দামুড়হুদার জয়রামপুরে নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণের চাঞ্চল্যকর ঘটনার অভিযোগে ধর্ষক স্বাধীন(২০) কে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

জানা যায়, গতকাল শুক্রবার বিকাল ৩টার দিকে জয়রামপুর মাঠপাড়ার নিজ বাড়ি থেকে স্বাধীন কে আটক করে পুলিশ। অভিযুক্ত স্বাধীন জয়রামপুর মাঠ পাড়ার ডালুর ছেলে।

থানা সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার জয়রামপুর গ্রামের হাজী পাড়ার আ: আলিমের স্ত্রী সালমা খাতুন বাদি হয়ে ৫ জনের নাম উল্লেখ করে একটি ধর্ষণের এজাহার দায়ের করেন।

অভিযুক্ত ৫ জন আসামির মধ্যে ১নং আসামি ধর্ষক স্বাধীনকে আটক করে পুলিশ। এজাহারের প্রেক্ষিতে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুল্লাহ আল মামুন, সেকেন্ড অফিসার এসআই বাকি বিল্লা সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে জয়রামপুর মাঠপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ধর্ষক স্বাধীনকে আটক করে। বর্তমানে আটককৃত স্বাধীন থানা হাজতে আছে।

এসআই বাকি বিল্লা বলেন, ধর্ষণের এজাহারের প্রেক্ষিতে ১নং আসামি স্বাধীনকে আটক করা হয়েছে। বাদি-বিবাদী পক্ষ আপোষ মীমাংসার জন্য আজ শনিবার সকাল পর্যন্ত সময় নিয়েছে। আপোষ না হলে মামলা রজু করা

হবে।

দর্শনায় ভালোবাসার বন্ধন এর সহায়তায় রীনা খাতুন পেলো মাথা গোজার ঠাঁই

অসহায় এক দরিদ্র পরিবারকে ঘর তৈরির জন্য দর্শনা ভালোবাসার বন্ধনের পক্ষ থেকে টিন প্রদান করা হয়েছে । গতকাল কুড়ুলগাছ ইউনিয়নের বুইচেতলা গ্রামের হাবিল উদ্দিনের স্ত্রী রীনা খাতুনকে ঘর নিমার্ণের জন্য ৪ বান টিন এবং ঘর তৈরির সকল ব্যবস্থা করে এ মানবিক গ্রুপটি।

ভালোবাসার বন্ধনের সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ নুর নবী সুমন জানান, রীনা খাতুনের বসবাসের কোন জমি ছিলো না। সে তার পরিবারকে নিয়ে একই গ্রামের নুর আমিনের জমিতে থাকতেন। সেখান থেকে নুর আমিন তার পরিবারকে তুলে দেয়। এরপর তার শাশুড়ীর একটুরা জমিতে ঠাঁই পেলেও ঘর করার মত সামর্থ ছিলো না।

এ সময় ভালোবাসার বন্ধন তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে রীনা খাতুন একটি মাথা গুজার ঠাঁই পেলো। সমাজের বৃত্তশালী ব্যক্তিরা যদি ভালোবাসার বন্ধনের মত করে এগিয়ে আসতো তাহলে সমাজের সকল দরিদ্র পরিবার গুলো খুঁজে পেতো তাদের আশ্রয়স্থল।

টিন দেওয়ার সময় ভালোবাসার বন্ধনের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সহ-সভাপতি শামীম হোসেন মিজি, সহ-সাধারণ সম্পাদক এস এ হাসান রঞ্জু, প্রচার সম্পাদক উজ্জল ভট্টাচার্য, সাংগঠনিক সম্পাদক আয়নাল হক, দপ্তর সম্পাদক আসহাবুল আলম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক আরিফ হাসান, নিবার্হী সদস্য রাজু আহম্মেদ, লিপটন প্রমুখ।

ঝিনাইদহে বিসিক’র আয়োজনে মতবিনিময় সভা

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪ টায় ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিসিক শিল্প নগরী ঝিনাইদহের আয়োজনে বিসিক মালিক সমিতি, নাসিব, জেলা চেম্বার ও স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মোশতাক হাসান, অতিরিক্ত সচিব ও চেয়ারম্যান, বিসিক।

সভাপতিত্ব করেন সরোজ কুমার নাথ, জেলা প্রশাসক ঝিনাইদহ। এছাড়াও সভায় উপ¯◌িথত ছিলেন মোঃ আরিফুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক, সেলিনা রহমান মিনা, উপ-ব্যবস্থাপক বিসিক ঝিনাইদহ, সফল উদ্যোক্তা ড. হারুনর রশীদ প্রতিষ্ঠাতা সৃজনী বাংলাদেশ পাশাপাশি স্থানীয় তরুণ উদ্যোক্তা সফিক রেহমান জুয়েল, সামির সাকির, বাপ্পি উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন।

প্রধান অতিথি স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য বিসিক ঝিনাইদহের এরিয়ার মধ্যে নতুন করে আরো প্লট বরাদ্দের ব্যবস্থাসহ তরুণ উদ্যোক্তাদের লোনের ব্যবস্থা ও পণ্য বিপননের একটা মাল্টি শপিং কমপ্লেক্স বাস্তবায়ন করার প্রতিশ্রুতি দেন।

আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে শিল্পোন্নত সোনার বাংলাদেশ হবে এই প্রত্যাশা করে সভাপতি মতবিনিময় সভার সমাপ্তি করেন।